উত্তরবঙ্গ

অভিযানের পরও ভেজাল জৈব সার পাচার

শুভাশিস বসাক ● ধূপগুড়ি

৫ ডিসেম্বর ঃ কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের অভিযানের পরও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলল ভেজাল জৈব সারের কারবার। অভিযোগ, বুধবারও পূর্ব মাগুরমারির ভেজাল জৈব সারের কারখানা থেকে প্যাকেট ভরতি সার গাড়ি করে বাইরে পাচার হয়েছে। ভেজাল সারের কারবারিরা রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্যই প্রশাসনকে পাত্তা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। ভেজাল জৈব সারের কারবারিদের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। ভেজাল সার পাচারের কথা জানার পর অবাক কৃষি আধিকারিকরাও। এরপর বিভাগীয় আধিকারিকরা নিজেদের মধ্যে বৈঠকও করেছেন। বৈঠকের পর সহকৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, 'ভেজাল জৈব সার বিষয়ে কড়া ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে। বুধবার ভেজাল সার বাইরে পাঠানো নিয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিযোগ, পূর্ব মাগুরমারিতে এক বিজেপি নেতা আগে সরাসরি এই ভেজাল জৈব সার তৈরির কারখানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্লক স্তরে গুরুত্ব রয়েছে অভিযুক্ত ওই নেতার। নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে ও আরও কয়েকজন নেতার সহায়তা নিয়েই পাঁচ বছর ধরে রমরমিয়ে ভেজাল জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তবে বিজেপির পশ্চিম মণ্ডলের সভাপতি মাধব রায় বলেন, কৃষকদের কথা ভেবে এই ধরনের ঘটনায় দল ভুলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কৃষকরা টাকা খরচ করলেও লাভ হচ্ছে না। তবে এই ধরনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে জানান মাধববাবু।

এদিকে এই ভেজাল সার তৈরির কারখানাকে ঘিরে ফের সরব হয়েছেন ধূপগুড়ির রাসায়নিক ও জৈব সার ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কথায়, এই ধরনের ভেজাল জৈব সার বাজারে বিক্রি হওয়ায় কৃষকদের সঙ্গে সার ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ভেজাল সার কিনে ঠকে যাওয়ার পর কৃষকরা তাঁদের কাছ থেকে আসল সারও কিনতে চাইছেন না। ধূপগুড়ি সার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা পাল বলেন, 'কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে ভেজাল সার নিয়ে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাব।

একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেজাল জৈব সার করতে খচ্চরের মল, মুরগির মল ব্যবহার করছে ভেজাল সারের কারবারিরা। ওই মলের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে ইউরিয়া সার মিশ্রিত জল। কৃষি বিশেষজ্ঞদের কথায়, ইউরিয়া রাসায়নিক সার, জৈব সার তৈরি করতে যদি ইউরিয়া মিশ্রিত জল দেওয়া হয়,তাহলে সেটা কীভাবে জৈব সার হবে। তাছাড়া পূর্ব মাগুরমারির ওই কারখানায় কোনো ল্যাবরেটরি বা সরকারের কোনো লাইসেন্স নেই। ধূপগুড়ি সহকৃষি অধিকর্তার দপ্তরে বুধবার জেলা প্ল্যান্ট প্রোটেকশন অফিসার প্রিয়নাথ দাসের সঙ্গে ব্লক সহকৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন ভেজাল সার নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন। সেখানেই ধূপগুড়ি ব্লকের কয়েকটি ভেজাল জৈব সার তৈরির কারখানা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকটিতেই অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন সহকৃষি অধিকর্তা।

বুধবারও পূর্ব মাগুরমারির ভেজাল জৈব সারের কারখানা থেকে প্যাকেট ভরতি সার গাড়ি করে বাইরে পাচার হয়েছে। ভেজাল সারের কারবারিরা রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্যই প্রশাসনকে পাত্তা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। ভেজাল জৈব সারের কারবারিদের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে।

আশঙ্কাজনক নাবালিকা

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবেশী যুবকের শারীরিক অত্যাচারে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ১৭ বছরের এক নাবালিকা। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ফকদইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকাকে নিপুল মিস্ত্রি নামে তাদেরই এক প্রতিবেশী যুবক গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, এর আগে ওই যুবকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের জেরে ওই নাবালিক অন্তঃসত্ত্বাও হয়ে পড়ে। পুরো বিষয়টি নিয়ে পরদিনই আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। নাবালিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ওই মাসের ২৪ তারিখ মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। সেখানে চিকিৎসার জন্য নাবালিকার বাবা, মা কয়েকজনের থেকে আর্থিক সাহায্যও চান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার খরচ বহন করতে সমস্যা হওয়ায় অক্টোবরের ১১ তারিখ ওই নাবালিকাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এখনও সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। এখনও ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এরই মধ্যে নিপুল মিস্ত্রি আগাম জামিনের আবেদন করলে তা মঞ্জুর হয়। নাবালিকার আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডলের বক্তব্য, 'ধর্ষণ করে মেরে ফেলার অভিযোগ হয়েছিল। কিন্তু আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পর্যাপ্ত তথ্য আদালতে জমা করেনি। যার ফলে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর হয়। আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে এবার হাইকোর্টে যাব। আশিঘর ফাঁড়ির ওসি, আইও-র বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।' গোটা ঘটনাটি নিয়ে এবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন নাবালিকার মা। তাঁর অভিযোগ, 'নিপুল মিস্ত্রি যখন জানতে পেরেছে আমার মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা, তখন তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। তবে আমার পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমার মেয়ে সঠিক বিচার পাবে।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি দেখছেন।

পাকা রাস্তার দাবি

বাগডোগরা, ৫ ডিসেম্বর ঃ পাকা রাস্তা তৈরির দাবি জানালেন ডিগরাভিটা গ্রামের বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে চিঠিও দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিঙ্গিঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ডিগরাভিটা বাউকালী, বৈরাগিনী, অন্তুজোত, দানাগছ, তারবান্ধা নীচবাড়ি, তুরিভিটা- এই গ্রামগুলির কয়েক হাজার বাসিন্দা ডিগরাভিটা হয়ে বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়িতে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রায় এক কিমি দীর্ঘ কাঁচা রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করেন। প্রতিদিন সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা হেঁটে কিংবা সাইকেলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। বর্ষায় জলকাদায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। ডিগরাভিটা গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ হাফিজুদ্দিন বলেন, 'এই রাস্তা পাকা করা হলে প্রায় ৮টি এলাকার মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। দৈনন্দিন কাজে অল্পসময়ে যাতায়াত করার জন্য ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রায় এক কিমি দীর্ঘ রাস্তাটি পাকা করা হলে কয়েক হাজার মানুষের দুর্ভোগ কমবে। আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে জানুয়ারি মাসে চিঠি দিয়েছিলাম। চিঠির প্রতিলিপি ফাঁসিদেওয়া বিডিও-কে দিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সাড়া পাইনি। আমরা চাই কয়েক হাজার মানুষের সুবিধার্থে অবিলম্বে এই রাস্তাটি পাকা করা হোক।'

হেটমুড়ি সিঙ্গিঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেওয়ান লিম্বু বলেন, 'রাস্তা হোক আমরাও চাই। রাস্তা তৈরি হলে গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও প্রণয়কুমার মজুমদার বলেন, 'গ্রামের লোকজন কেন গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলছেন না? এখন গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অনেক টাকা আসছে। এ বিষয়ে আমি প্রধানকে বলব।'

আলোচনাচক্র

চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ চোপড়ায় অবস্থিত উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে বুধবার বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উদ্‌যাপিত হল। শতাধিক কৃষককে নিয়ে এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রধান ধনঞ্জয় মণ্ডল জানান, এদিন বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে চাষিদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

১০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া

টাকা আদায়ে ২২ জনের টাস্ক ফোর্স

জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ সদর ব্লকে ১০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। বকেয়া তালিকায় যেমন রয়েছেন সাধারণ মানুষ, একইভাবে এই তালিকায় রয়েছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, এমনকি সরকারি দপ্তরও। বকেয়া বিল কীভাবে আদায় করা সম্ভব তা নিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি সদর বিডিও-র দপ্তরে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্য থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন এবং পুলিশকে নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির জলপাইগুড়ি ডিভিশনের আধিকারিকরা। এদিন ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসেও বিদ্যুতের বকেয়া বিল আদায়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। ২২ জনের এই টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায়বসুনিয়া। ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন ময়নাগুড়ির বিডিও লেনডুপ ছোডেন শেরপা এবং আহ্বায়ক হয়েছেন বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেডের ময়নাগুড়ির স্টেশন ম্যানেজার কিতাবুল হক। এছাড়াও এই কমিটিতে রয়েছেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস সহ ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রে জানা গিয়েছে, এক বছরের বেশি সময় ধরে সদর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া পড়ে রয়েছে। বিল বকেয়া থাকার কারণে কিছু কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, দপ্তরের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বকেয়া বিলের তালিকা পাঠানো হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা বকেয়া টাকা জমা দেওয়ার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করবেন। এরপর একটি দিন ঠিক করে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে পরিসেবা মেলার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা নেবে।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার সুশান্ত হাজরা বলেন, 'জেলায় মোট ৫০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে রয়েছে, যার মধ্যে সদর ব্লকেই রয়েছে ১০ কোটি টাকা। আমরা বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহের জন্য মাঝেমধ্যেই গ্রামে গিয়ে পরিসেবা মেলা করে থাকি। এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া টাকা জমা নেওয়ার জন্য আমরা পরিসেবা মেলার ওপর আরও বেশি করে জোর দেব। একইসঙ্গে আমাদের পরিসেবা ক্ষেত্রে যদি কোনো খামতি থাকে সেগুলোও পরিসেবা মেলায় মিটিয়ে ফেলা হবে।' আগামী সপ্তাহ থেকে এই পরিসেবা মেলাগুলো গ্রামে গ্রামে চালু হবে।

জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি ও ভোটপট্টি এলাকায় মোট গ্রাহক রয়েছেন ৭২ হাজার। এখানে বিদ্যুতের বকেয়া বিলের পরিমাণ ৬ কোটি টাকা। এদিন ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতি মাসের প্রথম বুধবার এই কমিটি একটি করে আলোচনা সভা করবে। সেখানে এই কাজের অগ্রগতি ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান তথা ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায়বসুনিয়া বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে আমরা ব্লকের প্রতিটি এলাকায় এ বিষয়ে বাড়ি বাড়ি যাব। গ্রাহকদের বোঝাব। সামান্য সময় দেওয়া হবে। যাঁরা বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করবেন না তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত রকমের পরিসেবা থেকে বঞ্চিত হবেন।' বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেডের ময়নাগুড়ির স্টেশন ম্যানেজার কিতাবুল হক বলেন, 'এই কমিটির মাধ্যমে বিদ্যুতের বকেয়া বিল মেটানোর জন্য সবাইকে বোঝানো হবে। পরবর্তীতে বিল না মেটালে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।' টাস্ক ফোর্স কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান তথা ময়নাগুড়ির বিডিও লেনডুপ ছোডেন শেরপা বলেন, 'প্রতি মাসের প্রথম বুধবার সভা হবে। বুধবার কোনো ছুটির দিন পড়লে তার পরদিন সভা হবে। ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই সভা করা হবে। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম বুধবার সভা হবে ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে।'

হামলায় মৃত্যু ১৭ বছরের তরুণের

চা বাগান, বস্তি লন্ডভন্ড করছে হাতি

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ৫ ডিসেম্বর ঃ আশঙ্কা ছিলই। ডুয়ার্সের কয়েকটি এলাকায় প্রায় ৭০-৮০টি হাতির আনাগোনায় এতদিন ঘরবাড়ি ও ফসল নষ্ট হচ্ছিল। এবার চলে গেল তরতাজা প্রাণও। মঙ্গলবার রাতে নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব হৃদয়পুর গ্রামে হাতির হামলায় প্রাণ হারাল এক যুবক। মৃতের নাম মুন্সি সোরেন (১৭)। হাতির দলটি ওই গ্রাম সহ লাগোয়া বেশ কয়েকটি চা বাগান এবং বস্তি এলাকাও লন্ডভন্ড করে দেয়। সব মিলিয়ে চলতি শীতে হাতির উপদ্রব যে মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে তা অস্বীকার করছেন না বনকর্মীরাও। এদিকে, বুধবার ড্রোন উড়িয়ে হাতির পালের ছবি সংগ্রহ করার অভিযোগ উঠেছে হাতি সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নির্মাণকারী একটি দলের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে সারাদিন জলঘোলাও হয়েছে। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার বিকেলে ডায়নার জঙ্গল থেকে প্রায় ৮০টি হাতির একটি দল গ্রাসমোড় চা বাগানের ৪ নম্বর গেট দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছিল। বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে দলটি উলটো দিকে ডায়না নদী পেরিয়ে সন্ধ্যার পর ঢুকে পড়ে আপার কলাবাড়ি হয়ে পূর্ব হৃদয়পুর গ্রামে। সেখানে হাতির সামনে পড়ে যায় মুন্সি সোরেন। একটি হাতি তাকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে আছাড় মারে। পা দিয়েও পিষে দেওয়ার চেষ্টা করে। মারাত্মক জখম অবস্থায় তাকে বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা উদ্ধার করে প্রথমে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানে আটকে হাতির দল। ছবি ঃ কৌশিক শীল

এই ঘটনায় পূর্ব হৃদয়পুর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি চাপা আতঙ্ক এবং ক্ষোভও জমেছে এলাকায়। হাতির দলটি বেশকিছু কৃষকের কালো নুনিয়া ধানের খেত লন্ডভন্ড করে দেয়। সাবাড় করে কেটে রাখা আমন ধানের আঁটিও।

আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি রাজেন ফুয়েল বলেন, 'গত বর্ষায় আমরা দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি ডায়না নদীর ভাঙনের আতঙ্কে। এবার শীত পড়তেই গ্রামবাসীদের রাত জাগতে হচ্ছে হাতির উপদ্রবে। বন দপ্তরের কাছে আমরা আগেই আবেদন জানিয়েছিলাম তাদের হাতি তাড়ানোর স্কোয়াড সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। নয়তো শুধু বিন্নাগুড়ি স্কোয়াডের পক্ষে এক রাতে এত জায়গায় হাতি তাড়ানো সম্ভব নয়।'

বন দপ্তর জানিয়েছে, হাতির পালটি ওই রাতে বেশ কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ হয়ে ঢুকে পড়ে মোরাঘাট, লক্ষ্মীপাড়া, গ্যান্দ্রাপাড়ার মতো কয়েকটি চা বাগানে। বুধবার ভোর থেকে গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের ২৫ নম্বর সেকশনে ১২ থেকে ১৫টি হাতির একটি দল দিনভর দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধের দিকে বনকর্মীরা তাদের জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের কাইয়াজোত এলাকাতেও একপাল হাতি দাঁড়িয়ে থাকে। রেডব্যাংক চা বাগানে একটি দাঁতাল ঢুকে ধনরাজ ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তির পানের দোকান ও অন্য একজনের রান্নাঘর গুঁড়িয়ে দেয়। ধনরাজ ওরাওঁ বলেন, দোকান ভেঙে হাতি প্রায় আমাদের ঘরেই ঢুকে পড়ছিল। বুধবার সকাল থেকেই গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানে আটকে পড়া হাতির পাল দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। সেখানে দেখা যায়, হাতির উপর তথ্যচিত্র তৈরি করছে এমন একটি দল ড্রোন উড়িয়ে ছবি তুলছে।

এ নিয়ে সেখানেই আপত্তি উঠে আসে স্থানীয় মহল থেকে। পরে অবশ্য তাঁরা চলে যান। বন দপ্তরের অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি বলেন, 'হাতির দলটির গতিবিধির উপর বনকর্মীরা নজর রেখে চলেছেন।' বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'ড্রোন উড়িয়ে হাতির ছবি তোলার যে অভিযোগ উঠে এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ডিগরাভিটা পর্যন্ত এই রাস্তাটি পাকা করার দাবি উঠেছে। ছবি ঃ খোকন সাহা

নাগরিক মঞ্চ গড়ে প্রতিবাদ মিছিল

হেলাপাকড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ সুষ্ঠু সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ময়নাগুড়ির ভোটপট্টিতে গঠিত হল নাগরিক মঞ্চ। নাম দেওয়া হয়েছে সমাজকল্যাণ নাগরিক মঞ্চ। রাজনৈতিক ছত্রছায়ার বাইরে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে অরাজনৈতিক এই মঞ্চ গঠিত হয়। মঞ্চের তরফে বুধবার সমস্তরকম অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে সম্প্রতি ভোটপট্টি ছোবারবাড়িতে কলেজ ছাত্রী এবং হেলাপাকড়ি কাইলারবাড়িতে যুবতিকে হত্যার বিচার ও খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। এছাড়াও ভোটপট্টি রেলস্টেশনে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং এলাকায় বেআইনি মদের কারবার বন্ধ সহ একাধিক দাবি তোলা হয়েছে মঞ্চের তরফে। বিকেলে ছোবারবাড়ি থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা মঞ্চ এবং হেলাপাকড়ি নাগরিক মঞ্চের প্রতিনিধিরাও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মিছিল শেষে সন্ধ্যায় ভোটপট্টি বাজারে একটি প্রতিবাদ সভাও করা হয়। সৌমিত্র পাল, নুর সালাউদ্দিন আহমেদ, ধীরেন ঘোষ প্রমুখ বক্তৃতা দেন। হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে তাঁরা বলেন, 'শুধু খুনের প্রতিবাদই নয়, যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত নাগরিককে জাগ্রত হতে হবে। তা না হলে এই ধরনের ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দলমতনির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' কলেজ ছাত্রী খুনের ঘটনায় পুলিশের সদর্থক ভূমিকার প্রশংসাও করেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, 'দুটি খুনের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। না হলে পরে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে নাগরিক মঞ্চ।'

সমাজকল্যাণ নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক পুণ্ডনাথ রায় বলেন, 'দলমতনির্বিশেষে গঠিত তাঁদের এই নাগরিক মঞ্চ রাজনীতির ঊর্ধ্বে। সব রাজনৈতিক দল, সেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, ব্যবসায়ী সমিতি সহ সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়েই এই মঞ্চ গঠিত হয়েছে।'

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ৫ ডিসেম্বর ঃ বাগডোগরা হরেকৃষ্ণপল্লি এলাকায় পিএইচই-র পানীয় জল সরবরাহ চালু ও রাস্তা সংস্কার করার দাবি জানাল ডিওয়াইএফআই-এর বাগডোগরা লোকাল কমিটি। সংগঠনের সহসভাপতি সুমন দাস জানান, হরেকৃষ্ণপল্লিতে পিএইচই-র জল সরবরাহ কয়েক বছর বন্ধ রয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের সংকটের জন্য চরম সমস্যায় পড়েছেন। এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে পিএইচই-র সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে বুধবার গণস্বাক্ষর করা স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এছাড়া এই এলাকার বেহাল রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার জন্যও দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে বাসিন্দাদের। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে বারবার স্মারকলিপি দেওয়ার পরেও কোনো কাজ না করায় এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ব্লক কৃষিমেলা শুরু

চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ চোপড়া ব্লকের সোনাপুর জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী ব্লক কৃষিমেলা শুরু হল বুধবার। এদিন মেলার উদ্বোধন করেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিডিও জুনেইদ আহমেদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজারউদ্দিন, উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রধান ধনঞ্জয় মণ্ডল, ব্লক কৃষি আধিকারিক অরিত্র দেব প্রমুখ। ১৬টি স্টলের কৃষিমেলায় ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাষিরা অংশ নিয়েছেন।

গুলিতে জখম পাচারকারী

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ গোরু চুরি করে পালানোর সময় বিএসএফের গুলিতে জখম হল এক বাংলাদেশি যুবক। বিএসএফ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম মহম্মদ আব্দুল কুদ্দুস। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে অভিযুক্ত। তার বাঁ চোখের পাশে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ছয়টি গোরু। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লালদাসজোত এলাকার মহানন্দা বিওপি এলাকায়। বিএসএফের দাবি, গোরু নিয়ে পালানোর সময় অভিযুক্তদের বাধা দিলে তারা বিএসএফের উপরে হামলা করে। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ গুলি চালায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ। মঙ্গলবার রাতে মহানন্দা বিওপি এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন বিএসএফ কর্মীরা। ওই সময় তাঁরা দেখতে পান কয়েকজন যুবক গোরু নিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে। দূর থেকে বিষয়টি লক্ষ করেই তাদের বাধা দেয় বিএসএফ। অভিযোগ, ওই সময় অভিযুক্তরা বিএসএফ কর্মীদের উপরে আক্রমণ করে। বিএসএফের গুলিতে আহত একজনকে ফেলে বাকিরা পালিয়ে যায়। আহতকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে বিএসএফ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত বাংলাদেশের বাসিন্দা। পুরো ঘটনাটি বুধবার সন্ধ্যার পর বিএসএফের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে। জেলা পুলিশের ডিএসপি (গ্রামীণ) প্রবীর মণ্ডল বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ পড়ুয়াদের স্কুলব্যাগ প্রদানের মধ্য দিয়ে বুধবার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল বিমল স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের। ফকদইবাড়ির বঙ্কিমনগরের অবৈতনিক স্কুলটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। স্কুলটি গড়ে তোলার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন দলীয় কাউন্সিলার কৃষ্ণ পাল এবং তাঁর ভাই অমরচন্দ্র পালের। মন্ত্রীর হাত দিয়েই এদিন ৩৭৫ জন পড়ুয়ার হাতে স্কুলব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সূর্য সেন কলেজের অধ্যক্ষ পি কে মিশ্রা, প্রধান শিক্ষক প্রদীপ দাস, রূপা পাল প্রমুখ। ২০১২ সালের ৫ ডিসেম্বর স্কুলটি চালু হয়েছিল।

চোখ পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ বুধবার সাহুডাঙ্গির শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে একটি চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ৬৪ জন রোগীর চক্ষুপরীক্ষা করে তাদের ওষুধও দেওয়া হয়েছে।

খাদ্যসামগ্রী বিলি

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ৫৩ জন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর হাতে খাদ্যসামগ্রী ও শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহসম্পাদক সঞ্জয় মিত্তাল সহ অন্যরা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড

দুষ্কৃতীদের দাপট বাড়লেও চুপ কাউন্সিলার, অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ একের পর এক দুষ্কৃতীদের কার্যকলাপ চলছে ওয়ার্ডে। কখনও ছুরি নিয়ে হামলা, কখনও রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর, আবার কখনও চলছে গুলি। কিন্তু একের পর এক এমন ঘটনা ঘটলেও হেলদোল নেই ওয়ার্ড কাউন্সিলারের। আর এর জেরেই ক্ষোভ বাড়ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, দিনের পর দিন ওয়ার্ডে দুষ্কৃতীদের কার্যকলাপ বেড়ে গেলেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার নিখিল সাহানি।

পুরনিগমের ১৮ নম্বর ওয়